দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 20 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২৪ ... কলাম ... ১২ ...

বুয়েট পরিস্থিতি ঘোলাটে

● অচলাবস্থা কাটছে না ● আমাকে বিব্রত করতেই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে : শিক্ষামন্ত্রী

● বিব্রত করতে নয়, সহযোগিতার জন্যই এই পদক্ষেপ : শিক্ষক সমিতি

■ নিজামুল হক ও মাহবুব রনি

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অচলাবস্থা সহসা কাটছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এবং সরকারের মধ্যে বিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। ফলে ঘোলাটে হচ্ছে বুয়েট পরিস্থিতি। এ অবস্থা নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান পদক্ষেপ না থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও।

একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রো-ভিসি পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষক সমিতির আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য আন্দোলনরত শিক্ষকদের 'অবাক ও ক্ষুব্ধ' করছে। শিক্ষক সমিতি বলছে, তারা অবস্থানে অনড়। ভিসি ও প্রো-ভিসিকে না সরানো পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি। দায়িত্বশীল একটি সূত্র বলছে, সরকার বর্তমান ভিসি ও প্রো-ভিসিকে বহাল রেখেই সমঝোতার পথ খুঁজছে। অন্যদিকে ভিসি ও প্রো-ভিসিকে অপসারণ না করলে আন্দোলন চালিয়ে যাবার শপথ করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। আগামী রবিবারের মধ্যে ভিসি ও প্রো-ভিসিকে অপসারণ না করা হলে ওই দিনই গণপদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষকরা। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন দীর্ঘায়িত হবে বলে শংকা বাড়ছে। বুয়েট পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার জরুরি সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার সুবোধ চন্দ্র ঢালী বিভিন্ন গণমাধ্যমে ফোন করে সাংবাদিকদের সম্মেলনের বিষয়টি অবহিত করেন। ধারণা করা হচ্ছিল, এই সংবাদ সম্মেলনে কোন সমঝোতার কথা বলা হবে। কিন্তু সম্মেলনের বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশ হলে অবাক ও ক্ষুব্ধ হন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

বেলা ২টায় আহূত এ সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাকে বিব্রত করার জন্যই বুয়েটের

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৩

বুয়েট পরিস্থিতি ঘোলাটে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনকারী শিক্ষকরা তার প্রতি সম্মান দেখানোর কথা বলে দুই দিনের জন্য কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। তিনি বলেন, আন্দোলনরত শিক্ষকরা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এখন তারাই বিবেচনা করবেন কিভাবে সংকট দূর করবেন।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে 'অবাক ও ক্ষুব্ধ' হয়েছেন বুয়েটের শিক্ষকরা। একাধিক শিক্ষক বলেন, সরকার যত দ্রুত বুয়েটের ভিসি এবং প্রো-ভিসিকে অপসারণ করবে, তা বুয়েটের জন্য তত বেশি মঙ্গল। আমরা কোনো অন্যায় দাবি করিনি। ৯০ ভাগেরও বেশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এই ভিসি এবং প্রো-ভিসিকে চাইছেন না। দুই জনের অনিয়মের কারণেই এ দাবি উঠেছে। সরকার বুয়েটকে রক্ষার জন্য এ বিষয়ে আর সময়ক্ষেপণ করবে না বলেও তারা আশা করেন।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আগেও আমরা ভিসি এবং প্রো-ভিসির অনিয়মগুলো তুলে ধরেছি। লাগাতার ধর্মঘট চলাকালে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বুয়েটের সাবেক ভিসি, এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সাবেক কৃতী ছাত্র এবং পদত্যাগকারী ডিন, বিভাগীয় প্রধান এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালকরাও ভিসি এবং প্রো-ভিসিকে অপসারণের দাবি ও এই দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলে তিনি সিদ্ধান্ত জানাবেন। আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত পাইনি।

তিনি বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর সেই রাতেই সমিতি পূর্ব নির্ধারিত সাধারণ সভায় বসেছিল। তাতে সকল শিক্ষক দাবি আদায়ের জন্য রবিবার পর্যন্ত সরকারকে সময় বেঁধে দিতে সম্মত হন। এর মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন না হলে গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে সরকার ভিসি এবং প্রো-ভিসিকে অপসারণের জন্য একটি উপায় খুঁজে পাবে এবং পদক্ষেপ নেবেন বলে শিক্ষকরা আশাবাদী ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রীকে বিব্রত করার জন্য নয় বরং সরকারকে সহায়তা করতেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনও সে বার্তা দেবে বলে আমারা বিশ্বাস করি।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যে আমরা কিছুটা অবাক। ভিসি এবং প্রো-ভিসিকে অপসারণের দাবিতে আমরা ধারবাহিকভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করছি। শিক্ষামন্ত্রীকে বিব্রত করার জন্য আমরা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি। আমাদের পদক্ষেপ কেন ওনাকে বিব্রত করেছে তাও আমাদের বোধগম্য নয়। সমস্যা সমাধানে সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখতে পাইনি। ভিসি এবং প্রো-ভিসিকে অপসারণ করা না হলে আন্দোলন চলবে বলেও তিনি জানান।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক এস এম নজরুল ইসলাম বলেন, গোটা বুয়েটের পরিস্থিতি সরকার পর্যবেক্ষণ করেছে। আমি সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করেছি। আমাকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তাই সরকার চাইলে পদত্যাগ করবো। শিক্ষকদের অনৈতিক দাবির মুখে আমি নত হবো না।

গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের আহ্বানে বৈঠকে অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রো-ভিসিকে সরিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন বুয়েটের সাবেক উপাচার্য, এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নেতা এবং বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানরা। তখন এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

পরদিন মঙ্গলবার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষকদের গণপদত্যাগের হুমকির পেছনে 'ভিন্ন উদ্দেশ্য' রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে, সমাধানের নানা উদ্যোগ ব্যাহত করতে তাদের হয়তো অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্যেও অবাক হন শিক্ষকরা। শিক্ষকরা বলছেন, সরকার ভিসি ও প্রো-ভিসিকে অপসারণ না করায় সংকট আরো গভীর হচ্ছে।

গত বুধবার উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে বুয়েটের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চলমান আন্দোলন দুই দিনের জন্য স্থগিত করেন, তবে সমস্যার সমাধান না হলে রবিবার গণপদত্যাগের সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন বলে আন্দোলনরত শিক্ষকরা জানিয়েছেন। আন্দোলন স্থগিতের প্রসঙ্গে শিক্ষকরা শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই আন্দোলন স্থগিত করার কথা উল্লেখ করেন।

শিক্ষকদের এই মতের বিরোধিতা করে গতকাল জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকেন শিক্ষামন্ত্রী। সম্মেলনে বলেন, বুয়েট পরিস্থিতির সমাধানে 'আপ্রাণ' চেষ্টা করছি। আমার প্রতি তারা সম্মান দেখিয়ে দুই দিন কর্মসূচি বিরতি দিয়েছে। এ সম্মান দেখানোর মাধ্যমে দেশবাসী বিভ্রান্ত হবে। তাই আপনাদের (সাংবাদিক) ডেকেছি।

আন্দোলনরত শিক্ষকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, তারা আমাকে বোকা ভাবতে পারেন, কিন্তু দেশবাসী তো আর বোকা নন। সকলের সামনে আমাকে বিব্রত করা ছাড়া এর কোনো কারণ দেখি না। সম্মান যদি করতেন তাহলে যেদিন (গত সোমবার) বুয়েটের সাবেক উপাচার্য, ডিন ও বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিলাম, সেদিন যদি তারা গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত না নিতেন, তাহলে সবার প্রতি সম্মান দেখানো হতো। তিনি বলেন, কর্মসূচি স্থগিত করে শিক্ষকরা সম্মান দেখানোর নামে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, যেখানে আমরা সমাধানের পথ বের করছিলাম, সেখানে তারা গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর চেয়ে চরম সিদ্ধান্ত আর কী হতে পারে? এ গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত আমাদের উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় অচল হবে, ধ্বংস হয়ে যাবে।

এর আগে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরিয়ে দিলেও বুয়েট উপাচার্যের বিষয়ে দীর্ঘদিনেও কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়ার কারণ জানতে চাইলে নাহিদ বলেন, ভিন্ন পরিস্থিতিতে, ভিন্ন জায়গায়, ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সংকট সমাধানে সরকারের উদ্যোগের বিষয়ে সাংবাদিকরা বারবার জানতে চাইলেও মন্ত্রী এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি। এক পর্যায়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই সভাকক্ষ থেকে বের হয়ে যান তিনি।